

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুৰ সংবাদেৰ নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনেৰ হাৰ প্রতি সপ্তাহেৰ অন্ত প্রতি গাইন
৫০ নয়া পয়সা। ২, দুই টাকার কম মূল্যে কোন
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনেৰ
দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনেৰ চার্জ বাংলাৰ দ্বিগুণ

সডাক বাধিক মূল্য ২, টাকা ২৫ নয়া পয়সা।

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুৰ সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলাৰ প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগীদের এক্সরের
সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

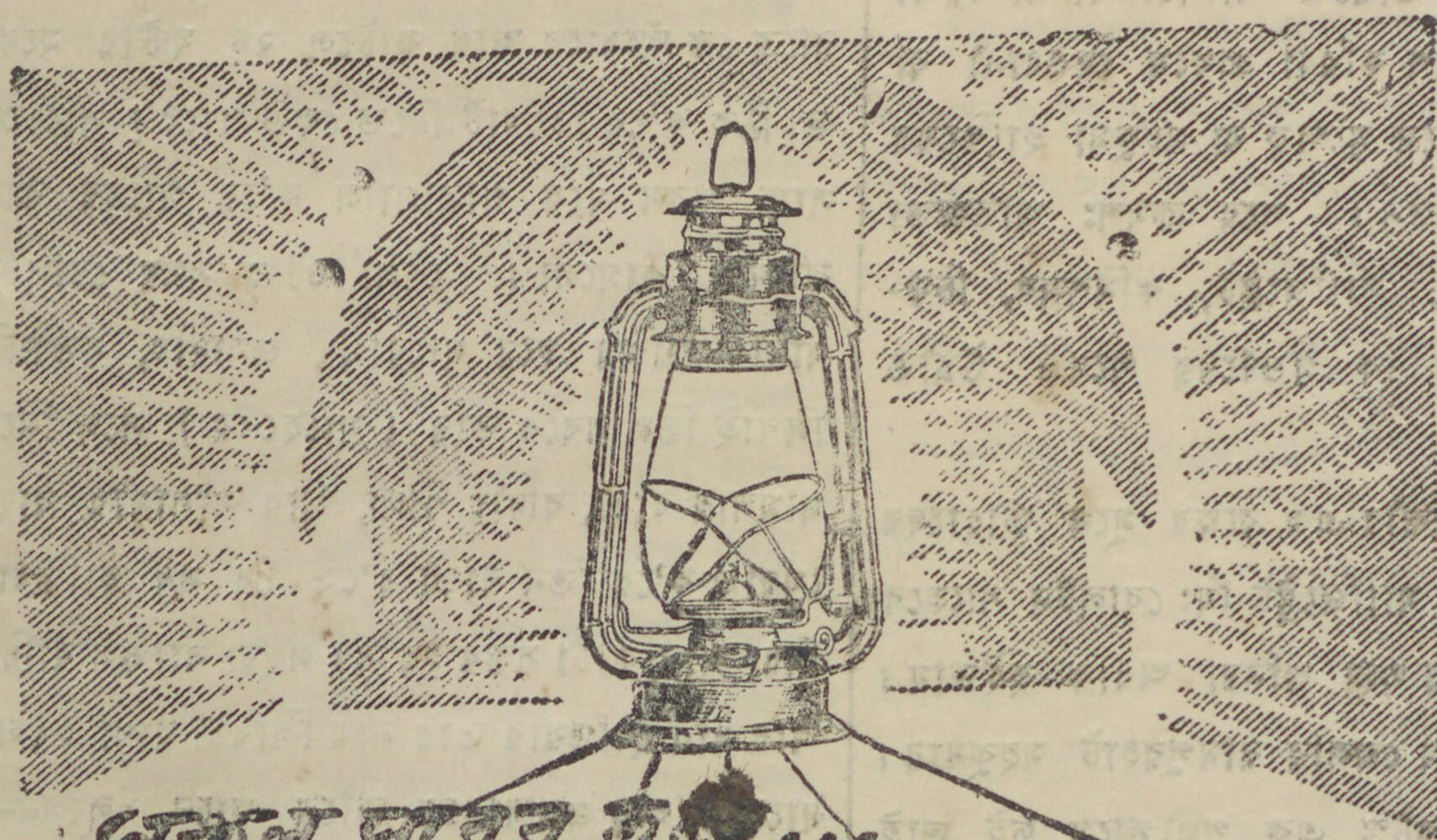
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহায়ভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 3rd June, 1959 { ৩য় সংখ্যা



সকল ঘরের তেজ...

দ্যাক্সি কটন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVY

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

“রাণী রাসমণি”

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত

করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি

থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন,

বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন

করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

নিজের ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সৰ্বভোয়া দেবেভোয়ানমঃ।



জঙ্গিপুৰ সংবাদ

১২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

অহিংসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

গত পূৰ্ব শনিবার হইতে কলিকাতা মহানগৰীতে বিডন স্কোয়াৰে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (কংগ্ৰেচসের) সভানেত্রী শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্ৰেচসের সাধাৰণ সম্পাদিকা শ্ৰীমতী সূচেতা কুপালনীৰ সভানেত্রীত্বে বিৰাট প্যাণ্ডেলে যে সভার অধিবেশন হইয়া গেল, শ্ৰীমতী গান্ধী উক্ত সভার উদ্বোধন করেন এবং শ্ৰীমতী কুপালনী তাহাতে সভানেত্রীৰ আসন অলঙ্কৃত করেন। পশ্চিম বঙ্গ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেচসের উদ্যোগে ঐ সভার অনুষ্ঠান হয়।

সভার প্ৰারম্ভে পশ্চিম বাংলার প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেচসের সভাপতি শ্ৰীযদবেন্দ্রনাথ পাঞ্জা শ্ৰীমতী গান্ধীৰ হস্তে পঞ্চাশ হাজাৰ টাকার একখানি চেক প্ৰদান করেন।

দমদম বিমান ঘাট হইতে বিৰাট শোভাযাত্ৰা করিয়া মাননীয়াগণকে নিৰ্দ্দিষ্ট মণ্ডপে লইয়া আসা হয়। পথিমধ্যে কংগ্ৰেচসের নিৰ্ব্বাচন সম্বন্ধে অপ্রীতিকর চীৎকার এবং পূৰ্ব সভাপতিৰ নাম ধৰিয়া নিন্দাপূৰ্ণ হাঁকডাক শুনিয়া অনেকেই বুঝিয়াছিলেন—সভা-মণ্ডপে একটা অকাণ্ড কুকাণ্ড ঘটিতে পারে। দ্বিতীয় দিনে কংগ্ৰেচসের অহিংস অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হইল। এক কংগ্ৰেচসের দুই দলে লাঠি, লোহার ডাণ্ডা, চড় কীল, চাপড় চলিল—১২।১৩ জন জখমিকে হাসপাতালে যাইতে হইল। শয্যা লইয়াছিলেন দুইজন বলিয়া প্ৰকাশ। স্বয়ং নিখিল ভারতীয় মহাসভার সভানেত্রী শ্ৰীমতী গান্ধী ও জেনাৰেল সেক্ৰেটারী শ্ৰীমতী সূচেতা কুপালনী এই ভূতোভূতি কাণ্ড প্ৰত্যক্ষ করিয়া অবাক হইয়াছেন। শ্ৰীমতী গান্ধীকে আমরা সাহসনয় অহরোধ করি

তিনি যেন তাঁহার পিতৃদেবকে অৰ্থাৎ ভারতের প্ৰধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালকে বলেন—তোমার শাসিত পশ্চিম বাংলার কংগ্ৰেচসের সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত অভিযোগের তদন্তও প্ৰায় প্ৰহসনে পরিণত হয়। প্ৰকৃত অপরাধীৰ সন্ধান না পারে পুলিশ করিতে, না হয় তদন্তে সত্য নিৰ্ণয়।

ভারত হইতে সত্ত্ব বিতাড়িত বিদেশী শাসক ও শোষণক ইংৰাজগণের প্ৰথম আমলের তদন্তের কৌশল এবং সত্য নিৰ্ণয় করার প্ৰথা পাঠকগণের নিকট বৰ্ণনা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি তুলনা করিতে পারিবেন।

বিলাত হইতে ইংৰাজ সিবিলায়নরা আই. সি. এস. পাশ করিয়া ভারতে আসিয়া বাংলা হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় পাশ করিয়া প্ৰথমে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে মুন্সেফ বা মহকুমা হাকিমের পদে বাহাল হইতেন। পরে ক্ৰমশঃ অভিজ্ঞতা লাভের পর জজ, ম্যাজিষ্ট্ৰেট, কমিশনর, চিফ-সেক্ৰেটারী এমন কি গভৰ্ণরের পদেও উন্নীত হইতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বৃদ্ধের মুখে তাঁহাদের তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্ৰেট মিঃ বোল্টন সাহেবের বিচাৰে সত্য নিৰ্ণয় পছা শুনিয়া অবাক হইতাম। বৃদ্ধের বাস বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায়। রামপুরহাটের নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামে দুই ভাই পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইয়াছে। একখানি জমিতে একত্ৰ থাকার সময় গুড়ের জন্ত আখের চাষ করা হইয়াছিল। গ্রামের মোড়ল মাতব্বরণ জমি-জমা শালিস করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। আখের জমিখানি ছোট ভাই-এর অংশে পড়িল। বড় ভাই শালিসগণের সামনেই ছোট ভাইকে বলিল—দেখ, ভাই ভিন্ন ভাতে থাকলেও যেন মায়া মমতা ছাড়িস্ না। তোর ভাগে আখের জমি দশ কাঠা পড়েছে। ও জমি তোরই। আমার ছেলেরা এবার গুড় খেতে পাবে না! তুই আমার পাঁচ কাঠার ধান নিস্ আমাকে অৰ্দ্ধেক আখ এই বৎসরের মত দিস্। ছোট ভাই একটু লেখাপড়া জানে। সে সকলের সামনেই দাদাকে জবাব

দিলে—দোহা তুখ আর বাটে ঢোকে না। বা বিচাৰে পেয়েছি তা দিব না। বড় ভাই কোন উচ্চ বাচ্য না করে চলে গেল। ছোট ভাই-এর শালা খুব মামলাবাজ তার পরামর্শে এবং সহায়তায় ছোট ভাইটি দাদাকে মামলায় ফেলিবার ফন্দি করিয়া এক রাত্রে নিজের জমির আখ সব কাটিয়া ফেলিল। প্ৰাতঃকালে জমিতে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। ছোট ভাই রামপুরহাটে বোল্টন সাহেবের এজলাসে দাদাকে আসামী করিয়া নাশি দাখিল করিল। হাকিম বোল্টন সাহেব দরখাস্ত পাওয়া মাত্র খানার দারোগাকে তদন্ত করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিবার নিৰ্দেশ দিলেন। অর্ডার পাইবা মাত্র দারোগা বাবু সাহেবের চৌদ্ধ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া গালি দিতে লাগিল—খেটা গাধা সাহেব না বদলী হলে আমাদের নিস্তার নাই। রাত্রে কে আধারে আখ কাটলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা ঠিক ক'রে রিপোর্ট দিতে কেউ পারে! সাহেবের সাত পুরুষ ধরে গালাগালি ক'রে গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগলো। বেলা ৪টার সময় বোল্টন খানায় হাজির হয়ে দারোগা, জমাদার, যতগুলি সিপাই ছিল সববে তার (সাহেবের) সঙ্গে নিয়ে মামলার বাদী, বাদীর শালা, আর আসামীর বাড়ী ঘেঁষাও ক'রে তিন বাড়ী হ'তে যে সব হাতিয়ার দিয়া আখ কাটা সম্ভব হয় সব লইয়া বাণ্ডিল বাঁধিল আর যার হাতিয়ার তার নাম লিখিয়া রাখা হইল। দারোগা বাবু জমাদারকে কানে কানে বললেন—পাগল আর কাকে বলে! সাহেব এই বাণ্ডিল তিনটি খানার হাজতে পৃথক পৃথক স্থানে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া নিজের কাছে চাবি রাখিলেন। পরদিন স্বৰ্য্যোদয়ের পূৰ্বে মিঃ বোল্টন দারোগাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দেখাইলেন বাদী আর তার শালার বাণ্ডিলে পিপড়ে লেগেছে। আসামীর বাণ্ডিলে একটিও পিপড়ে নাই। দারোগা বাবু তখন গাধা পাগল সাহেবের কিস্তি বুঝিলেন। সাহেব দারোগাকে বলিলেন—“ওয়েল সাব-ইন্স্পেক্টর! ডোণ্ট ইউ সি ডাট্ স্ইটনেস্ অফ দি স্জগারকেন ইজ্ দি উইটনেস্ ইন্ দিস্ কেশ!” দারোগার কপাল দিয়ে ঘাম ঝড়তে লাগলো।

ছইটি মাননীয় মাতৃমূর্তি এই যে অহিংস ও সমবায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন—স্বাধীনতা লাভের পর হানাদারদের দ্বারা কাশ্মীর আক্রমণ হইতে সুরক্ষা করিয়া আবদুল্লাহ প্রশংসিত বন্ধু পরীক্ষা, বেকগ্রাম সম্প্রদান, টুকের গ্রাম বেদখল ভারতের নারী হরণ, পুরুষ হরণ, গো মহিষ লুণ্ঠন ইত্যাদি সব অহিংস ব্যাপারে আমরা সব উপলব্ধি করিতেছি।

বোল্টন সাহেবের মত অপরাধী ধরিবার বুদ্ধি আর ভারতের আছে কি!

বরের জন্য সত্যগ্রহের সঙ্কল্প

অবশেষে ভাবীবধুর সিদ্ধিলাভ

‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশ—কয়েকদিন পূর্বে খড়দহ গ্রামের এক পাড়ায় একটি অবিবাহিত মেয়ে হঠাৎ সেই পাড়ার অন্য একটা বাড়ীতে যাইয়া বাড়ীর কর্তাকে বলে যে, তাঁহার ছেলের সহিত বিবাহ দিতে হইবে, অত্যাচার সে অনশন সত্যগ্রহ করিয়া সেইখানেই প্রাণ বিসর্জন দিবে। বাড়ীর কর্তা তাহার কথা শুনিলেন না এবং মেয়ের অভিভাবককে মেয়েকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। মেয়ের অভিভাবকরা কতক অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে সঙ্কল্পে অবিচল। সে সাধা-সাধনায় কোন ফল হইল না। অতঃপর ভাবী বেরাই মহাশয়রা সলাপরামর্শ সুরক্ষা করিলেন এবং রায় বাহির হইল, মেয়েটির স্বপক্ষেই। মেয়েটিকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানান হইল। সে তখন প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

খাদ্য বিসক্রিয়ায় ৪ জনের মৃত্যু

কলিকাতা ভৈরব বিশ্বাস লেনের শ্রীহীরলাল বৈষ্ণব বিক্রয়কর বিভাগে চাকুরী করিতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি, তাঁর পুত্র হৃষিকেশ, কন্যা কমলা, ইন্দু ও তমালী আটার রুটি ও ডাল আহার করেন। পরদিন সকলকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে কমলা ছাড়া চারিজন মারা যায়। পুলিশ তদন্তের পর মৃতদেহগুলি সংকারের জন্ত ছাড়িয়া দেন। খানার দারোগা বাবু ও প্রতিবেশীগণ একসঙ্গে চারি জনের মৃত্যুর জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

চাউলের অভাব

অগ্রাগ্র স্থানের গ্রায় রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুত্র ও পল্লীগ্রামে চাউলের অভাব বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। চাউলের জগ্ন লোকে চারিদিকে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিয়াছে। দিন মজুরেরা সন্ধ্যায় মজুরী পাইয়া চাউল কিনিতে না পাইয়া হতাশ হইতেছে। রেশন দোকানের জিনিষের পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে দোকানে ৮০ মণ চাউলের দরকার সেখানে ২৫ মণ দেওয়া হইয়াছে। সরকারী গুদামে প্রয়োজনমত চাউল না থাকিলে রেশন চলিবে কি প্রকারে। সহরে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সপ্তাহে দেড় সের চাউল পায়। পল্লীগ্রামের লোকেরা এক সের পায়। ৮০ মণের পরিবর্তে ২৫ মণ বরাদ্দ হইলে এক চতুর্থাংশ লোকে উহা পাইবে। বাকী লোক-গুলি কি খাইবে? এই বিষয়ে সন্তোষজনক কৈফিয়ত কিছু আছে কি? পশ্চিম বাংলার চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—প্রহসন ভিন্ন কিছুই নয়।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ‘বাংলার নারী’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর লেডি কারমাইকেল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রেখা চক্রবর্তী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একশত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কুমারী রেখা প্রতিষ্ঠাবান শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্তীর কন্যা।

পশ্চিম বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে আরও ১৫টি ডাকঘর

বর্তমান বৎসরের প্রথম ছই মাসে পশ্চিম বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে আরও ১৫টি ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫টি ২৪ পরগণায়, ৪টি বাঁকুড়ায়, ৩টি মেদিনীপুরে এবং দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে একটি করিয়া ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে।

—প্রেঃ ইঃ ব্যাঃ

কবি নজরুল ইসলামের

ষষ্টিতম জন্মোৎসব উদযাপন

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ষষ্টিতম জন্মোৎসব উদযাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীসোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারে ষ্টুডেন্টস হল এক সভা হয়। সভায় আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

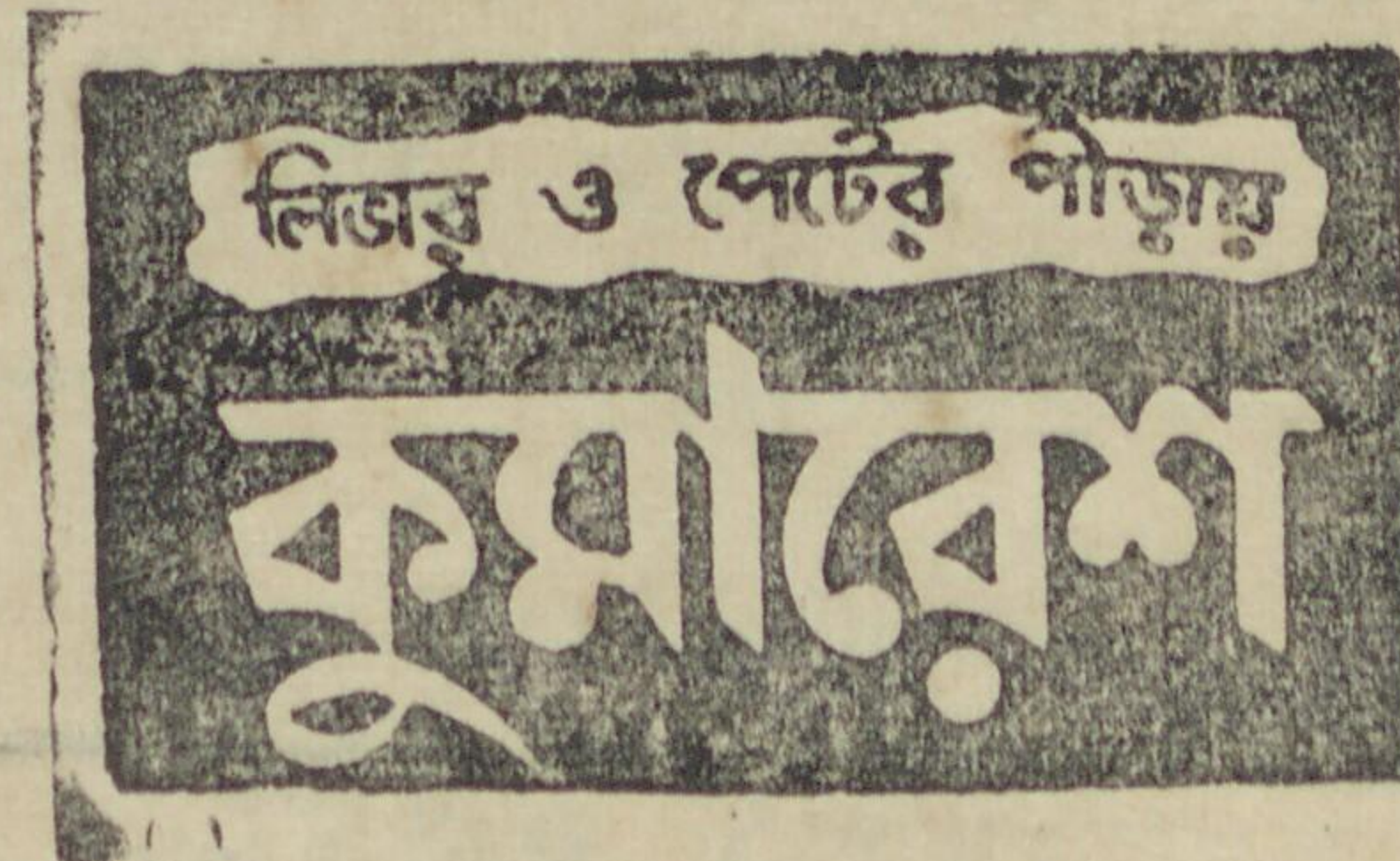
ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা পাকিস্থান ডেপুটি হাই কমিশনরের অফিসে কবি নজরুলের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শিল্পীগণ কবির সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত জনগণকে মুগ্ধ করেন।

তড়িতাহত হইয়া মৃত্যু

গত ৩০শে মে শনিবার কৃষ্ণনগর পোষ্ট অফিসের সম্মুখের এক বাড়ীতে দেবব্রত নামে একজন ছাত্র ভিজা কাপড়ে একটি তারে হাত দেওয়া মাত্র এ. সি. বিদ্যুৎশক্তি তাহাকে টানিয়া লয়। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

মিষ্টির দোকানে অগ্নিকাণ্ড

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি আন্দাজ ১২টার সময় রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী শ্রীনুসিংহভূষণ দত্ত মহাশয়ের দোকান ঘরে আগুন লাগিয়া যাবতীয় আসবাবপত্র, ঘি ময়দা চিনি ও তৈরী মিষ্টি পুড়িয়া গিয়াছে। কোন জিনিষই বাহির করিতে পারে নাই। বহু টাকার ক্ষতি হইয়াছে।





বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জ্বাকুহুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই ধাঁটা আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্ধক ও স্বাস্থ্য স্বিধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
জ্বাকুহুম হাউস, কলিকাতা-১২



রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫৭, গ্রে স্ট্রাট, পোঃ বিডন স্ট্রাট, কলিকাতা-৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন"

টেলিফোন : ষড়শাঙ্কর ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড ও
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ইউনিয়ন বোর্ড, বেক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্লব সোসাইটী, ব্যাকের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

স্ববার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউশন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ



আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু ষাঁহারা জটিল
রাগে ভুগিয়া জ্যাঙে মরা হইয়া রহিয়াছেন,
স্নায়বিক দৌৰ্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার,
প্রদর, অজীর্ণ, অগ্ন, বহুমূত্র ও অগ্নাগ্র প্রস্রাবদোষ,
বাত, হিষ্টিরিয়া, স্মৃতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ
পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার
পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত

ইলেকট্রিক সলিউশন' ঔষধের আশ্চর্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন।
প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি
শিশি ১১০ টাকা ও মাশুলাদি ১১০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা-২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুৰ (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস,
সাইকেলের পার্টস এখানে নতুন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা,

ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী স্থলভে
সুন্দররূপে মেসামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়